ষষ্ঠ দার্‌স
'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র শর্তাবলী

الدرس السادس
شروط لاإله إلا الله

লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ'র সাতটি শর্ত রয়েছে।এই শর্তগুলো বিদ্যমান না হলে এবং বান্দা তার কোন কিছুর বিরোধিতা না ক'রে সবগুলোকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে না ধরলে তা সঠিক হবে না। শর্তগুলো হলো,

১। **ইলম (জ্ঞান)ঃ** কালেমার ইতিবাচক ও নেতিবাচক অর্থ এবং তার প্রতি কর্তব্যের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বান্দা যখন মহান প্রভুকে এক ও একক মা'বুদ বলে জানবে, তিনি ব্যতিরেকে অন্য যে কোন সত্তার ইবাদত করাকে ভ্রান্তি বলে বিশ্বাস করবে, সেই প্রকৃতার্থে কালেমার মর্ম ও তাৎপর্যের খাঁটি জ্ঞানী বলে গণ্য হবে। মহান আল্লাহ বলেন, "হে নবী! জেনে রেখো! আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই।" (সূরা মুহাম্মাদ ১৯) উসমান-ﷺ-থেকে হাদীসে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই-এর জ্ঞান রেখেই মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (মুসলিম ২৬)

২। **দৃঢ় বিশ্বাসঃ** এ কালেমার মৌখিক স্বীকৃতি এমন দৃঢ় বিশ্বাস ও অবিচল প্রত্যয়ের সাথে দিবে যে, অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে। জ্বিন ও মানব শয়তানের বপন করা কোন প্রকারের সন্দেহের বীজ সেখানে থাকবে না। বরং তার নির্দেশিত অর্থের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে তা পড়তে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

"প্রকৃত পক্ষে মু'মিন তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে। অতঃপর কোন সন্দেহ পোষণ করে না।" আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূল-ﷺ-বলেছেন,

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যিকার মা'বুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যে কোন বান্দা এ দু'টি বাক্যের সন্দেহমুক্ত বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (মুসলিম ২৭)

৩। **গ্রহণঃ** এ কালেমার প্রত্যেকটি দাবীকে মুখে ও অন্তরে সাদরে গ্রহণ করতে হবে। অতএব অতীত ও বর্তমানের বিভিন্ন ঘটনাবলী যার উল্লেখ কুরআন ও হাদীসে এসেছে, তা বিশ্বাস করতে হবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম) থেকে বিশুদ্ধভাবে যা বর্ণিত হয়েছে, তার প্রতি ঈমান এনে প্রত্যেকটিকে গ্রহণ করে নিতে হবে। কোন কিছুকেই প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

"রাসূল সেই হেদায়াতকেই বিশ্বাস করেছেন, যা তাঁর প্রপিালকের নিকট হতে তাঁর প্রতি নাযিল হয়েছে। আর যারা এই রাসূলের প্রতি বিশ্বাস করেছে তারাও সেই হেদায়েতকে মন দিয়ে মেনে নিয়েছে। সকলেই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাব এবং তাঁর রাসূলগণকে বিশ্বাস করে ও মানে এবং তাদের কথা এই, আমরা আল্লাহর রাসূলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। আমরা নির্দেশ শুনেছি এবং বাস্তব ক্ষেত্রে মেনে নিয়েছি। হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট গুনাহ মাফের জন্য প্রার্থনা করি, আমাদেরকে তোমার দিকেই ফিরে যেতে হবে।" (সূরা বাক্বারা ২৮৫)

শরীয়তের কোন বিধান বা তার নির্ধারিত শাস্তি ও দন্ডবিধির উপর আপত্তি ও অভিযোগ উত্থাপন করা বা তা প্রত্যাখ্যান করা ঈমানের সমস্ত দাবীকে গ্রহণ না করারই শামিল। যেমন কেউ কেউ চুরি ও ব্যভিচারের দন্ড-বিধি, বহুবিবাহ প্রথা ও উত্তরাধিকার বিধি-বিধান প্রভৃতির উপর চরম ধৃষ্টতার সাথে তথাকথিত অসার অভিযোগ খাড়া করে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন,

"কোন মু'মিন পুরুষ ও কোন মু'মিনা স্ত্রীলোকের এই অধিকার নাই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোন বিষয়ে ফয়সালা করে দিবেন, তখন নিজের সেই ব্যাপারে নিজে কোন ফয়সালা করবার ইখতিয়ার রাখবে।" (আহযাব ৩৬)